১৯২৯ সালে ফ্রাঙ্ক মরিস জাহাজে সুইজারল্যান্ড যাত্রা করেন । এটা ছিল তার বহুদিনের স্বপ্ন ।কিন্তু এই অভিযান তার পক্ষে অবমাননাকর ।একজন তত্বাবধায়ক প্রতিরাত্রে তাকে কেবিনে তালাবদ্ধ করে রাখত ।প্রাতরাশের পর সে জাহাজে ডেকে কিছুক্ষণ ঘোরা ঘুরির সুযোগ পেলেও এ অভিজ্ঞতা তার কাছে গলবদ্ধ বেস্টিত পশুর ন্যায় ।তারপর তত্বাবধানকারী তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখত ।যখনই কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইতেন তখনই ঐ তত্বাবধায়ক বাধা দিয়ে বলত, ‘‘এনাকে বকাবেন না, এনাকে দেখভালের সমস্ত দায়িত্ব আমার ।’’

ফ্রাঙ্ক প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালকত্বের সমুহ কৌতুহল এবং আকাঙ্ক্ষা তারপক্ষে স্বাভাবিক ।কিন্তু দূরভাগ্যের বিষয় তিনি অন্ধ । তত্বাবধায়ক জানত যে নিজেকে সামালাবার শক্তি ফ্রাঙ্কের নাই ।তাই ফ্রাঙ্ককে সে বদ্ধ পার্সেলের মতো ব্যবহার করত ।

কিন্তু সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে ফ্রাঙ্কের জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল ।অন্ধদের পথপ্রদর্শনকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাড্ডি নামে এক কুকুরের সন্ধান পেয়ে সে তাকে খরিদ করল ।এখন সে তার নিত্য সঙ্গী ।বাড্ডিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে, ফ্রাঙ্কের দর্শনহীনতার মুশকিল আসান হয়ে গেল ।তিনি বিশ্ববিখ্যাত ‘‘সিইং আই’’ সংস্থার প্রতিষ্টা করলেন ।

এখন বাড্ডিকে সাথে পেয়ে ফ্রাঙ্ক যখন ইচছা , যেখানে খুশি যেতে সক্ষম ।অবশেষে তিনি স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন ।এক ঝাঁক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক এর এক ব্যস্ত রাস্তা তিনি বাড্ডির অনবদ্য সহায়তার অনায়াসে অতিক্রম করে যথাস্থানে উপস্থিত হতে সক্ষম হলেন ।সাংবাদিককুল বিস্মিত হয়ে গেলেন ।

পরের কয়েকটি পাতায় আমরা আলোচনা করতে চলেছি আমাদের মহান পথপ্রদর্শক পবিত্র আত্মার সম্পর্কে ।একই মানব প্রকৃতির মাধ্যমে আমরা সকলেই পঙ্গু অথর্ব ।জীবন এমন সমস্যা সংকুল যে কোথাও যেতে গেলে আমাদের প্রাণ হাতে করে ঘরের বাইরে যেতে হয় ।অথচ আমরা সম্পুর্ণ দক্ষ তত্বাবধায়ক পবিত্র আত্মার হাতে আমাদের পরিচালনার ভার সমর্পন করতে ইতস্তত বোধ করি ।কিন্তু আমরা আবিষ্কার করব ঃ আমাদের জীবন পরিচালনার দায়দায়িত্ব পবিত্র আত্মার অধীনে প্রদান করলেই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং সক্ষমতা ফিরে পেতে পারি ।

১। জগতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি

খ্রীষ্ট যখন স্বর্গারোহন করতে চলেছেন, তিনি তার শিষ্যদের এক অমুল্য উপহার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঃ

‘‘আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল ।কারণ আমি না গেলে , সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই , তবে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব । ..... তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন , তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন । .... তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহা আমার , তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন ।’’ ... যোহন ১৬ ঃ৭ , ১৩ , ১৪

দিবা পরিকল্পনায় , ‘‘আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান,, (ইব্রীয় ৯ ঃ ২৪) হওয়ার জন্য আমদের প্রতিনিধিরূপে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের আবশ্যকতা ছিল ।আমদের ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যেমন স্বর্গে আমাদের পক্ষে প্রতিনিধত্ব করেন , আমরা তেমনেই এই পৃথিবীতে আমাদের পরামর্শদাতা এবং প্রতিনধিরুপে পবিত্র আত্মাকে পাই ।তিনি যীশুর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি ।

যীশু মানুষের হৃদয়ে প্রতিনিধিত্বকালে এখানে যেমন সশরীরে সর্বত্র বিরাজ করতে পারতেন না , পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নাই ।তিনি একই সময়ে সর্বত্র অসংখ্য ব্যক্তির পরিচালনা এবং তত্বাবধান করতে সক্ষম ।পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের সমুহ প্রয়োজন মিটিয়ে দেন ।

২ । পবিত্র আত্মা কে ?

পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জাগতিক যে কোন পিতামাতার থেকে অনেক উচ্চতর ।তার তত্বাবধান এবং পরিচালনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ।পূত্র ঈশ্বর মানুষরূপে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন বলে আমরা তার চিত্র অঙ্কিত করতে পারি ।কিন্তু পবিত্র আত্মার চিত্র অঙ্কন করতে সম্ভম নয় ।মানুষের উপমা তাঁকে সহজে ব্যাখা করতে পারে না ।বাইবেল অবশ্য পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য জ্ঞাপন করেছে ।একটি ব্যক্তিত্ব যীশু পবিত্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন , তিনি পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরত্বের অন্যতম সদস্য ।

‘‘অত এব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ’’ । ..... মাথি ২৮ ঃ ১৯

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ হৃদয়বান (রোমিয় ৮ ঃ ২৭) প্রজ্ঞাবান (১ করি ২ ঃ১০); আমদের প্রতি তাঁর অনুভতি এবং প্রেম আছে (ইফি ৪ ঃ৩০) ; আমদের পরিচালিত করতে সক্ষম ।

সৃষ্টিকার্যে তার ভুমিকা আছে ।জগৎ নির্মানকালে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মাও ছিলেন ।

‘‘আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন । .... আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিত করিতেছিলেন ।’’ আদি ১ ঃ ১, ২

৩। পবিত্র আত্মার কার্য কলাপ

(১) মানব হৃদয়ের পরিবর্তন ঃ নীকদীমের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছিলেন যে , মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনে পবিত্র আত্মার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ।

''সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না ।'' .... যোহন ৩ ঃ ৫

আত্মা হইতে জন্মানো মানে , আত্মা আমদের নতুনভাবে সৃষ্টি করেন ।শুধু আচরনের দিক থেকেই নয়, আত্মা আমাদের অন্তরেরও আমুল পরিবর্তন সাধন করেন । তখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় ঃ ''আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব'' (যিহিষ্কেল ৩৬ ঃ ২৬) ।

(২) কু করমের বিষয়ে সতর্কতা এবং পবিত্র হওয়ার বাসনা প্রদান ঃ

''আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে , জগৎকে দোষী করিবেন ।'' ..... যোহন ১৬ ঃ ৮

তখনই আপনি কারও পাপিষ্ঠ জীবনধারার পরিবর্তন ,স্বামী = স্ত্রীর বিশ্বস্ত সম্পর্ক গঠন , এবং পিতা মাতার সহৃদয়তার পরিচয় পাবেন , তখনই জানাবেন এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রতি পদক্ষেপে পবিত্র আত্মার হাত রয়েছে ।

(৩) খ্রীষ্টীয় জীবনে সহায়তা ঃ আত্মার কোমল কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে খ্রীষ্ট সরাসরি আমদের সঙ্গে কথা বলেন ।

''আর দক্ষিনে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই বানী শুনিতে পাইবে, এই পথ, তোমরা এই পথেই চল ।'' .... বিশাইয় ৩০ ঃ ২১

স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসে দূরর্শনে বিভিন্ন দেশের চিত্র এবং খবরাখবর পাই । পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের এক প্রকার স্যাটেলাইট , যা আপৎকালে খ্রীষ্টকে স্বর্গ থেকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে (যোহন ১৪ ঃ ১৫-২০) ।

(৪) প্রার্থনাশীল জীবন যাপনে সহায়তা ঃ

''কেননা উচিতমনে কি প্রার্থনা করিতে হয় ,তাহা আমরা জানি না , কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন .... ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ।'' .... রোমিয় ৮ ঃ ২৬, ২৭

আমাদের যখন ভাষা খুঁজতে কষ্ট হয় , আত্মা তখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করেন ।হতাশায় যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে কেবলমাত্র আর্তনাদের যন্তনায় কাতর , আত্মা আমাদের করুণ আর্তস্বরকে সক্রিয় প্রাথনা আকারে পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে পৌছে দেন ।

(৫) খ্রীষ্টীয় চরিত্র ও গুনাবলির উন্নতি সাধন ঃ

আত্মা বন্ধ্যা ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার ফলধারিণী বৃক্ষের তুল্য উর্বর করেন ঃ

''কিন্তু আত্মার ফল প্রেম ,আনন্দ , শান্তি , দীর্ঘসহিষ্ণুতা , মাধূর্য্য , মঙ্গলভাব , বিশ্বস্ততা ,মৃদুতা , এবং ইন্দীয়দমন ।'' -- গালাতীয় ৫ ঃ ২২

আত্মা নির্দেশিত ফলের অধিকারী হয়ে আমরা প্রকৃত দ্রক্ষালতা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই (যোহন ১৫ ঃ ৫) । পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই তিনি আমাদের মধ্যেও বসতি করেন ।

(৬) সাক্ষ্যরূপে আমাদের প্রস্তুত করা ঃ যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ,

''পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে ; আর তোমরা .... পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে ।'' প্রেরিত ১ ঃ ৮

ইচ্ছুক হলে সকলেই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সাক্ষী হতে সক্ষম ।আত্মার অনুপ্রেরণার আমাদের সাধারন সাক্ষ্য মানুষের হৃদয় ও মনের অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করে ।পঞ্চশওমীর দিনে প্রদত্ত পবিত্র আত্মা শিষ্যদের এমন সক্ষমতা দেন যে তারা জগৎকে পরবর্তীকালে লন্ডভন্ড করে দেন (প্রেরিত ১৭ ঃ ৬) ।

৪ । পবিত্র আত্মার দান সমুহ

প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করার জন্য ঐশ্বরিক দান পবিত্র আত্মার সঙ্গে সক্রিয় প্রচার কার্যে প্রদত্ত পবিত্র আত্মার নানাবিধ দানের প্রভেদ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে ।

''তিনি ঊর্দ্ধে উঠিয়া বন্দিগনকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন,, ... আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী,, কয়েক সুসমাচার - প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্র গনকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা - কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয় ।'' ..... ইফিষীয় ৪ ঃ ৮, ১১ - ১২

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী সব দান পাননি, কেউ অপরের থেকে বেশি দান পেতে পারেন ; আত্মা সবিশেষে বিভাক করিয়া যাহাকে যাহাকে দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন,, (করিন্থিয় ১২ ঃ ১১) । প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিশেষ বিশেষ ভূমিকা প্রদান করেন ।

১ করি ১২ ঃ ৮ - ১০ পদে আরও বিবিধ দানের পরিচয় পাওয়া যায় ..... প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিশ্বাস , আরোগ্য সাধনের অনুগ্রহ, ভাববাণী, নানাবিধ ভাষা এবং অনুবাদ করিবার শক্তি (৮ -১০ পদ) ।

পৌল আমাদের শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হাতে যত্নবান হাতে আরও উৎকৃষ্ট পথ দেখিয়েছেন (১ করি ১২ ঃ ৩১) । এই পদের পরে উৎকৃষ্ট প্রেম বিষয়ক (১ ১৩) অধ্যায়ে সকলে ঘোষিত হয়েছে, সেই উৎকৃষ্ট পথ হল প্রেমের পথ । এবং প্রেম হল আত্মার ফল (গালা ৫ ঃ ২২) ।

৫ । পঞ্চাশত্তমিতে আত্মার পরিপূর্ণতা

পঞ্চাশত্তমীর দিনে , যীশুর প্রতিশ্রুতি মতাবেক পরযাপ্ত মাত্রায় আত্মা বর্ষিত হয়েছিল ঃ

''কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্য হইবে ;
আর তোমরা ..... পৃথিবীর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে ।'' প্রেরিত ১ ঃ ৮

পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মা জগতের সমুদয় ভাষায় সুসমাচার পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা প্রেরিতদের প্রদান করেছিলেন (প্রেরিত ২ ঃ ৩ - ৬) ।

কতিপয় বাইবেল শিক্ষার্থী প্যালেস্টাইনের অগ্রিম এবং উত্তর বর্ষার সঙ্গে পবিত্র আত্মার আগমনের তুলনা করেন (যোয়েল ২ঃ ২৩) । পঞ্চাশত্তমীর অগ্রীম বর্ষার ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং শৈশব অবস্থার খ্রীষ্টান মন্ডলীকে পরিপুষ্ট করে ।

৬ । আত্মার অন্তিম বর্ষণ

বাইবেলের ভাববাণী মন্ডলীর সদস্যদের শক্তিশালী করতে পবিত্র আত্মার বর্ষণের দিন নির্দেশ করেন (যোয়েল ২ ঃ ২৮, ২৯) ।বহু বৎসর বিগত হয়েছে এবং জগতের বৃহত্তর অংশে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে ।এখন অন্তিম বর্ষণের সময়, শস্য পরিপক্ক হয়ে কর্তনের উপযোগী হওয়ার মুহুর্ত ।

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ঈশ্বর তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত করতে পবিত্র আত্মা ঢেলে দিয়েছেন । আপনি কি এখন আত্মার শেষ বর্ষণের জন্য মন্ডলীকে প্রস্তুত করতে অগ্রিম বর্ষণের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পেরেছেন ? পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন কি আপনি অনুভব করছেন ? আপনি যদি আত্মার শক্তিতে ভরপুর হন , ঈশ্বরকে কি তাঁর অবিশ্বাস্য প্রেম এবং শীঘ্র আগমনের বার্তা প্রচারের জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে বলবেন ?

৭ । পবিত্র আত্মা লাভের শর্তাবলি

পঞ্চাশত্তমির দিন যারা সুসমাচার শূনে অভিভূত হয়েছিলেন তাঁরা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন , ভ্রাতৃগন ,আমরা কি করিব (প্ররিত ২ ঃ ৩৭) ?

''পিতর তাহাদিগকে কহিলেন , মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন
পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও ; তাহা হইলে পবিত্র
আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে ।'' ..... প্রেরিত ২ ঃ ৩৮

মন পরিবর্তন ..... পাপের পথ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের কাছে প্রত্যাবর্তন ..... আত্মার বরদান পাওয়ার অন্যতম শর্ত । আমাদের উপরে আত্মার বর্ষণ ঘটাতে হলে , আমাদের মন পরিবর্তন করে নিজেদের জীবনকে খ্রীষ্টের প্রতি উৎসর্গ করতে হবে । যীশুর এই শর্ত আরোপ করেছেন (যোহন ১৪ ঃ ১৫ - ১৭) ।

৮ । আত্মা - পরিপূর্ণ জীবন

জগৎ ত্যাগ করার পূর্বে , যীশু তার অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

''তোমরা যীরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ , তাহার অপেক্ষায় থাক ।'' প্রেরিত ১ ঃ ৪, ৫

শাস্ত্র বারংবার উল্লেখ করেছে যে খ্রীষ্টানদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে হবে (প্রেরিত ২ ঃ ৪ ; ৪ ঃ ৮ ,৪ ঃ ৩১ ; ৬ ঃ ৩ , ৬ ঃ ৫ ; ৭ ঃ ৫৫; ৯ ঃ ১৭ ; ১৩ ঃ ৯ ; ১৩ ঃ ৫২ ; ১৯ ঃ ৬) । পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ জীবন খ্রীষ্টের আদর্শ বহন করে বলে পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টবিশ্বাসির জীবনে পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্য্য প্রদান করেন ।

আত্মার পরিপূর্ণ খ্রীষ্টীয় জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের নিমিত্ত প্রার্থনা নিবেদন করেছেন ঃ

''পিতার কাছে আমি জানু পাতিতেছি , যেন তিনি আপনার প্রতাপ - ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন , যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও ; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন । ..... পরন্তু , যে শক্তি তোমাদিগেতে কার্যসাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি তোমাদের যাচঞ্চার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন ।'' ..... ইফি ৩ ঃ ১৬, ১৭, ২০

ফ্রাঙ্ক মরিসের বিশ্বস্ত কুকুর বাড্ডির মতো, আমরাও অন্তরে পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে অপরিমেয়রূপে উন্নত হতে পারি । প্রার্থনা এবং বাইবেল অনুশীলনের মাধ্যমে এই আত্মা - পরিপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত নবীকৃত হয় ।প্রার্থনা আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ সংযোগ স্থাপন করে । ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলনের মাধ্যমে খ্রীষ্ট এবং আমাদের মধ্যেকার সমুহ প্রতি বন্ধক চূর্ণবিচূর্ণ হয় । এই ভাবে আমাদের সমস্ত বদভ্যাস এবং কুপ্রবিত্তির নিবৃত্তি হয় । আত্মা - পরিপূর্ণ জীবনের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল রোমিয় ৮ম অধ্যায় । সময় করে এটা পড়বেন এবং দেখবেন পৌল কতবার এখানে খ্রীষ্টীয় জীবনের পিছনে আত্মার অনবদ্য শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন ।

আপনি কি আত্মাপূর্ণ জীবনের অনুসন্ধান পেয়েছেন ? আপনার জীবনে আত্মার উপস্থিতি সম্পর্কে কি আপনি সচেতন ? আপনার বিশ্বের মহোত্তম শক্তির সামনে আপনার হৃদয় দুয়ার আজই খুলে দিন ।

আবিষ্কার উত্তরপত্র ২২

আমার জীবনে রহস্যময় শক্তি

আবিষ্কার গাইড ২২ মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এই উত্তর পত্রটি পূরন করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

উপযুক্ত এবং সঠিক উত্তরের পরে ( ) টিক চিহ্ন দিন

১। পবিত্র আত্মা এসেছিলেন
   ক) জগতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করতে । ( )
   খ) জাগতিক রাজ্য স্থাপন করতে । ( )

২। পবিত্র আত্মা
   ক) ঈশ্বরের স্বর্গদূত । ( )
   খ) ঈশ্বরত্বের অন্যতম সদস্য । ( )

৩। ঈশ্বরের আত্মা
   ক) সৃষ্টিকালে বিদ্যমান ছিলেন না । ( )
   খ) সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন । ( )

৪। পবিত্র আত্মার কাজ কি ?
   ক) নতুন জীবনের অভিজ্ঞতায় মানব হৃদয়ের পরিবর্তন । ( )
   খ) সত্যে নিয়ে যাওয়া । ( )
   গ) পাপের সম্বন্ধে আমাদের দোষী করা । ( )
   ঘ) যীশুর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত রাখা । ( )
   ঙ) আমাদের মধ্যে প্রেম, দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও ইন্দ্রিয়দমনের ফল উৎপাদন । ( )
   চ) প্রার্থনাশীল জীবন যাপনে সহায়তা । ( )
   ছ) সাক্ষ্যরুপে আমাদের প্রস্তুত করা । ( )

৫। আত্মার দান কি ?
   ক) প্রচারক , পালক এবং শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা । ( )
   খ) প্রেম, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি চারিত্রিক গুনাবলির উন্নতিসাধন । ( )

৬। কোন খ্রীষ্টবিশ্বাসী কি কি দান পান ?
   ক) আত্মার সমুদয় দান । ( )
   খ) আত্মা কাউকে যে বর দিতে ইচ্ছুক সেই বর । ( )

৭। কখন আত্মা ঢেলে দেওয়া হয় ?

ক) খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করতে শেষকালে । ( )

খ) কেবলমাত্র প্রৈরিতিক যুগে পঞ্চাশত্তমীর দিনে । ( )

৮। কিভাবে আমরা পবিত্র আত্মার উপহার লাভ করি ?

ক) সজ্জন হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে । ( )

খ) মন পরিবর্তন করে ব্যাপ্তিস্মের প্রতিক অনুসারে খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে ফিরে এসে । ( )

মুল প্রশ্ন ঃ পবিত্র আত্মা তাঁর শক্তিতে আমাদের মধ্যে ক্ষমতা সঞ্চার করে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ এবং সুন্দর করেন বলে আপনি কি নিজের জীবন তার প্রমান পেতে প্রস্তুত ?